মুজিবনগর মোনাখালীতে স্বামী- সংসার হারিয়ে দিশেহারা কিশোরী

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামে স্বামী সংসার হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে এক কিশোরী। মেহেরপুর সদর উপজেলা রাজিব নামের এক যুবক যৌতুক দিতে না পারায় ঐ কিশোরীকে জোরপূর্বক তালাক দিতে বাধ্য করেছে।

সেই সাথে বিয়ের সময় ২ লাখ ১০ হাজার টাকা নিলেও তালাকের সময় সেটা ফেরোত দেওয়ার কথা থাকলেও দেয়নি। তালাকের তিন দিনের মাথায় পূর্ব থেকে সম্পর্ক থাকা চুয়াডাঙ্গা থেকে এক মেয়েকে নিয়ে এসে রাজিব বিয়ে করে।

এ বিষয়ে অসহায় কিশোরীর পিতা আরফিন মোল্লা জানান, আবাবাস আলীর ছেলে রাজিবের দাদা দাদির বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে হলেও সে ছোট থেকে মোনাখালী বসবাস করে আসছে।

সেখানেই বছর দেড়েক আগে আমার মেয়ে রজনীর সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ে সময় সেনাবাহিনীর চাকরি পাবে বলে ২ লাখ ১০ হাজার টাকা রাজিবকে দেওয়া হয়। পরে সে চাকরি না পেয়ে ট্রাক চালানো শুরু করে। এসময় সে বিভিন্ন নেশার সাথে জড়িয়ে পড়ে। বিয়ের কয়েক মাসের মাথা আমার মেয়েকে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সে প্রচুরৃ মারধর করতো। বিভিন্ন সময় আমাদের কাছে টাকা দাবি করতো। দিতে না পারলে আমার মেয়েকে মারতো।

কিশোরী রজনী বলেন, বিভিন্ন সময় টাকার দাবিতে কারনে অকারনে আমাকে মারধর করতো। আমাকে বিয়ে করার পর সে অন্য একটা মেয়ের সাথে পরকিয়া করতো। কিছু বলতে গেলে আমাকে বেদড়ক মারধর করতো। একরাতে সে আমাকে মেরেফেলতে চেয়েছিল। আমার গলায় ফাস লাগিয়ে ধরে ছিল পরে কোনমতে আমি বেচে গিয়ে বাড়িতে খবর দিই।

গত জুন মাসের ২৪ তারিখে আমার বাড়ি থেকে লোকজন আসলে রাজিব তাদের বলে আমাকে তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে বের হতে হবে। এসব কথাই রাজিবের পরিবারের লোকজন সম্মতি জানায়ে আমাকে জোর শুরু করে।

আমি আমদের দেওয়া টাকার কথা বললে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে রাজিবের পিতা ও রাজিব বলে, তোদের টাকা পেয়ে যাবি আগে তালাক দে। কোন উপায় না পেয়ে তাদের চাপের মুখে আমি তালাক দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু আজা পর্যন্ত আমাদের সে কোন টাকাই ফেরত দেয়নি। টাকা চাইলে বিভিন্ন তালবাহানা করে ও হুমকি দেয়। এ বিষয়ে অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি কর্েও লাভ হয়নি।

এ বিষয়ে রাজিব সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, রজনীরা আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ করেছে তা সঠিক নয়। রজনী নিজে আমাকে তালাক দিয়েছে। টাকার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, রজনীরা আমার কাছে টাকা পাবে, চাকরি পাবো বলে তাদের কাছে থেকে টাকা নেওয়অ হয়েছে। এখন আমার কাছে কোন টাকা নেই। টাকা পেলে তাদের টাকা শোধ করে দেবো।

পরকিয়ার কথা জানতে চাইলে তিনি আমতা আমতা করে বলেন, আমার সাথে কারও প্রেমের সম্পর্ক ছিল না । আমার তালাকের ১৫ দিন পর আমি বিয়ে করেছি।

:মতুর্জা ফারুক রুপক

টাইম স্কেল পাইয়ে দিতে ঘুষ চাইলেন ১০ লাখ টাকা

মেহেরপুরের মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজের ১১জন প্রদর্শক ও কর্মচারীর প্রাপ্য টাইম স্কেল দিতে গড়িমসি ও উৎকোচ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অতি. দায়িত্ব) আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

এ কাজ পাইয়ে দিতে ১০ লাখ টাকা ঘুষ চেয়েছেন ভুক্তভোগীদের কাছে ঘুষ না দেওয়ায় কাগজপত্রের নানা ত্রুটি দেখানো হচ্ছে।

জানা গেছে, ‘আত্মিকরণ বিধিমালা ২০০০’ অনুযায়ী শিক্ষা অধিদপ্তর ২০১৮ সালের ১লা আগষ্ট এই টাইম স্কেল অনুমোদন করে। এই আদেশের ভিত্তিতে শিক্ষা অধিদপ্তর সহ সারাদেশের ১২ টি কলেজের ১৩০ জন চাকুরীজীবী এই প্রাপ্যতা অর্জন করেন। এরই মধ্যে অনুমোদিত টাইম স্কেল প্রায় সকলে পেয়ে গেলেও মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজের ১১জন প্রদর্শক-কর্মচারী তাদের প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

বঞ্চিতরা হচ্ছেন- পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রদর্শক হাসানুজ্জামান, রসায়ন বিভাগের প্রদর্শক ওহিদুল ইসলাম, শরীর চর্চা শিক্ষক মো;আব্দুল হানিফ, কোষাধাক্ষ্য আকরাম আলী, অফিস সহকারি আসাদুল হক, অফিস সহায়ক আফাজ উদ্দিন, অফিস সহায়ক ফেরদৌস হাসান, মালি আজিম উদ্দিন জোয়ার্দার, পরিচ্ছন্নতা কর্মী আব্দুল খালেক, আয়া জেরিনা খাতুন, আয়া সুফিয়া খাতুন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিস এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানের প্রদর্শক ও তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের টাইম স্কেল মঞ্জুর করে। যার স্বারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০১.৩৯.০০১.১৮-৩৫২২৯/৬২, তারিখ-০১.০৮.২০১৮ ।

এক বছর দুই মাস আগের একটি সরকারী বৈধ আদেশ থাকা সত্বেও এই ১১ জন কর্মচারী তাদের ন্যায্য প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । মাঝে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকতা হিসাবে ২/৩ জন স্বল্পকালীন সময়ে বদলি হয়ে যান। এখন আবার বর্তমান দায়িত্ব প্রাপ্ত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার ঘুষের খপ্পড়ে পড়ে বিষয়টি ঝুলে আছে।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী প্রদর্শক হাসানুজ্জামান ও ওহিদুল ইসলাম জানান, বিভিন্ন কলেজের টাইম স্কেল প্রাপ্তরা তাদের প্রাপ্য পেয়ে গেলেও মুজিবনগর উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার গুরত্বহীনতার কারণে আমরা পাচ্ছিনা। কাগজপত্রের ত্রুটি দেখিয়ে দিনের পর দিন

ঘোরাচ্ছেন এবং ১০ লাখ টাকা দিলে কাগজপত্র ঠিক করে টাইম স্কেল পাওযার ব্যাপারে কাজ করবেন বলে ঘুষ দাবি করেন (ঘুষ চাওয়ার রেকর্ড প্রতিবেদকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে)।
তিনি আরো জানান, খুলনার দাকোপ কলেজ, নড়াইলের লোহাগড়া সরকারি আদর্শ

মহাবিদ্যালয়, ফরিদপুরের বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ কলেজসহ প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের স্টাফরা টাইম স্কের পেযেছেন কিন্ত আমরা পাচ্ছিনা এর জবাব হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কাছে জানতে চাওয়া হলে হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা রূঢ় হয়ে বলেন, সেসব স্থানে বদলি হয়ে বেতন ভাতা তোলেন।

কাগজ পত্রের ত্রুটির কথা বলছেন আবার টাকা দিলে সেগুলো বৈধ হযে যায় কিভাবে এমন প্রশ্ন করলে তিন চুপ থাকেন বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন। ভুক্তভোগীরা আরো জানান, বিষয় টি নিয়ে জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির কাছে গেলে তিনি নিজেই হিসাব

রক্ষণ কর্মকর্তা কে ফোন করেন কিন্তু ফোন ধরেন নি। পরে তিনি এ পি এসের মাধ্যমে মুজিবনগর ইউএনও কে বিষয়টি সমাধানের জন্য নির্দেশ দেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলামের সাথে ঘুষ চাওয়ার কথা যানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি টাকা চেয়েছি। তাদের কাগজ পত্রের ত্রুটি আছে যে কারণে এই মুহুর্তে টাইম স্কেল দেওয়ার কাজটি করা যাচ্ছেনা। তবে কাগজপত্র আমি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি।

সময়মত তাঁরা তাদের পাওনা অর্থ পেয়ে যাবেন।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনী জানান, বিষয়টি নিয়ে উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সাথে কথা হয়েছে। যাতে উনারা দ্রুত প্রাপ্ত টাইম স্কেল পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁকে বলেছি।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালন

বর্ণাঢ্য র্যালী, আলোচনা সভা ও সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদানের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইনস মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

শহিদুল ইসলাম, পুলিশিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

মুজিবনগর অফিস জানায়, বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে মুজিবনগরে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালন করা হয়েছে।

শনিবার বিকাল তিনটার সময় মুজিবনগর থানা চত্বরে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

এদিকে, কমিউনিটি পুলিশিং ডে উপলক্ষে আলোচনাসভার আগে “জনতাই পুলিশ, পুলিশিই জনতা” এই শ্লোগানে একটি র্যালী বের করা হয়। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের নেতৃত্বে র্যালীটি থানা চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের মেন মেন সড়ক প্রদক্ষিন করে পুনরায় থানা চত্বরে এসে শেষ হয়।

উক্ত র্যালীতে মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,উপজেলা যুবমহিলা লীগের সাধারন সম্পাদক তহমিনা খাতুন, কেদারগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি কুতুবউদ্দীন মল্লিক, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলিফ হোসেনসহ পুলিশের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক- শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশ নেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্বেচ্ছায় রক্তদান, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় পালন করা হয়েছে কমিউনিটি পুলিশিং ডে। শনিবার দিনব্যাপি এসব কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

পুলিশিং ডে উপলক্ষ্যে সকাল ১০টায় জেলা পুলিশের আয়োজনে শহরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে বের হয়ে শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রা শেষে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা চত্বরে আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। এ কর্মসূচিতে জেলা পুলিশের বিভিন্ন

স্তরের কর্মকর্তাসহ কনস্টেবলরা রক্তদান করেন।

দুপুরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনে পুলিশিং ডে’র তাৎপর্য তুলে ধরতে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা। জেলা পুলিশিং কমিটির প্রধান উপদেষ্টা পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

এ সময় তিনি বলেন, অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমান পুলিশিং ব্যবস্থা জনবান্ধব। এখন আর সাধারণ মানুষকে থানাতে গিয়ে হয়রানি হতে হয়না। ফোন করা মাত্রই পুলিশ পৌঁছে যায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এটি সম্ভব হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায়।
জেলা পুলিশিং কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ও পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলাম তার বক্তৃতায় বলেন, শুধু পুলিশের একার পক্ষে একটি জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্য দরকার সাধারণ মানুষের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা।

আর এজন্যই কমিউনিটি পুলিশিং গঠন ছিল সময়ের দাবি। তিনি দাবি করেন, কমিউনিটি পুলিশিং গঠনের পর এখন সাধারণ মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যরা। কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় দেশে মাদক, সন্ত্রাসী জঙ্গীবাদ নির্মূল সহজ হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন জাহিদুল ইসলাম। আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) খোন্দকার ফরহাদ আহমদ, পৌর মেয়র ওবায়দুর রহমান চৌধুরী জিপু, জেলা পুলিশিং কমিটির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এসএম ই¯◌্রাফিল ও সদস্য সচিব মনিরুজ্জামান।

আলোচনা সভা শেষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এর আগে পুলিশ ডে উপলক্ষ্যে একটি বিশাল কেক কাটা হয়।
আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের আয়োজনে ‘পুলিশের সাথে কাজ করি, মাদক জঙ্গীমুক্ত দেশ গড়ি’ স্লোগান নিয়ে কমিউনিটি পুলিশিং ডে ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকালে আলমডাঙ্গা থানা চত্ত্বর থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে

রহমান জোয়ার্দ্দার, সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি রওশন আলী, জোড়াদহ কলেজের অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার মহি উদ্দীন মাস্টার, ইউ.পি চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান, নাজমুল হুদা পলাশ, প্রেসক্লাব সভাপতি সাইফুজ্জামান তাজু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

:প্রতিদিন ডেস্ক

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রুটে সরাসরি বাস চলাচল শুরু

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ বিভাগের আলোচনার পর সরাসরি মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে বাস চলাচল শুরু হয়েছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা ভায়া মুজিবনগরে বাস চলাচল করছে। মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ এবং মালিক শ্রমিক নেতৃবৃন্দের আলোচনা পর বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

শনিবার সকালে মেহেরপুরের নতুন বাস টার্মিনাল থেকে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে সরাসরি বাস ছেড়ে যায়। পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা বাস টার্মিনাল থেকে যাত্রী নিয়ে মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসবে।

গতকাল সকালে থেকে মেহেরপুরের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ইসমাইল হোসেন বিষয়টি তদারকি করেন। এর আগে মেহেরপুর সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ এবং বাস ও মিনিবাস মালিক শ্রমিক নেতৃবৃন্দের আলোচনা সভায় বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মুজিবনগরে আমন ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা, দাম নিয়ে শঙ্কা

মেহেরপুুরের মুুুজিবনগর উপজেলার মাঠ জুড়ে এখন শুধু সোনালী রোপা আমন ধানের ঢেউ। ধানের মিষ্টি গন্ধে মুখরিত এলাকা। ধান গুলিতে সবুজ থেকে সোনালী রংয়ে রূপ নিয়েছে। আর কিছু দিন পরেই শুরু হবে রোপা আমন ধান কাটা।

অনাবৃষ্টির কারনে এ বছর রোপা আমন নিয়ে কৃষকের মনে কিছুটা আশঙ্কা থাকলেও শেষ পর্যন্ত এখন ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা। মাঠের যে প্রান্তে দৃষ্টি দেয়া যায়না কেনো, ধানের রূপই বলে দিচ্ছে রোপা আমনে এবার আশানুরূপ ফলন হবে। তবে ধানের ভালো ফলন হলেও দাম নিয়ে হতাশায় আছেন এই অঞ্চলের কৃষকরা।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ বছর মুজিবনগর উপজেলায় ৩ হাজার হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধানের চাষ হয়েছে। এই জমি থেকে প্রায় ৩ হাজার ৯ শ মেট্রিক টন চাউল উৎপাদন হবে বলে ধারনা করছে উপজেলা কৃষি বিভাগ।

উপজেলার স্থানীয় কৃষকরা বলছেন, মুজিবনগর থানা উচুঁ ও কম বৃষ্টিপাতের এলাকা হওয়ায় এই অঞ্চলে অন্যানো ধানের চাষাবাদ তেমন হয়না। বেশিরভাগ মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে শুধু বর্ষা মৌসুমে রোপা আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে।

যদিও এ বছরের শুরুতে আবহাওয়া অনুকূলে থাকলেও ধানের ভরা মৌসুমে অনাবৃষ্টি ও খরার কারনে রোপা আমনের চাষ নিয়ে ছিলো হতাশা। তবে শেষ পর্যন্ত রোপা আমন ধানের আশানুরূপ ফলন হতে যাচ্ছে। এদিকে উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য না থাকায় বাম্পার ফলনেও কৃষকের মনে রয়েছে হতাশার চিহ্ন।
উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের ধানচাষী হাসিনা খাতুন মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, এ বছর আমরা উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শ অনুযায়ী রোপা আমনের চাষ করেছি আল্লাহর রহমতে ধানও ভালো হয়েছে। তবে প্রতি বছর সরকার কর্তৃক ধানের মূল্য নির্ধারিত করে দিলেও তৃণমূল চাষী পর্যায়ে সঠিক মূল্য না পাওয়ায় চাষীদের লোকসান গুনতে হয়।

তাদের অভিযোগ, ‘সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয় করলে বিগত দিনের ক্ষতি পুষিয়ে এই অঞ্চলের কৃষকরা কিছুটা লাভের মুখ দেখবে।’

বাগোয়ান গ্রামের ধানচাষী আনিসুর রহমান বলেন, প্রায় কৃষকই ব্যাংক ও বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন নিয়ে রোপা আমনের চাষ করেছেন। বর্তমানে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় হয় ধান বিক্রয় করে সে টাকা আয় হয় না। তাই এ বছর ধানের আশানুরূপ ফলন হলেও দাম নিয়ে কৃষকদের মনে সংশয় রয়েই গেছে ।

এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসিজ্জামান খান মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, এ বছর মুজিবনগর উপজেলায় লক্ষমাত্রা কম জমিতে ধানের চাষ হয়েছে। কৃষি অফিসের পরামর্শে রোপা আমন ধানের চাষ করায় ফলনও আশানুরূপ ভালো হয়েছে।

দামের বিষয়ে তিনি বলেন, সরকার কর্তৃক ধানের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও তৃণমূল কৃষকরা তা পায় না। আরও একটা কারন এলাকায় কোন মিল না থাকার কারনে ও কৃষকরা ন্যায্য দাম পায়না।

কৃষকদের নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয় করা হলে এই অঞ্চলের কৃষকরা লভবান হবেন, পাশাপাশি আগামীতে রোপা আমন ধানের চাষ আরো বৃদ্ধি পাবে বলেও জানান তিনি।

রেজাউল করিম, মুজিবনগর

মুজিবনগরে ২৫ বোতল ফেন্সিডিল সহ একজন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ কামাল নামের একজনকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

গত সোমবার রাতে আনন্দবাস গ্রামের ফরিদপুর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক কামাল ওরফে অটো আনন্দবাস গ্রামের মৃত সলি বিশ্বাসের ছেলে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামে অভিযান চালিয়ে কামাল নামের একজনকে আটক করা হয় । এসময় তার কাছে থেকে ২৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। এ ব্যপারে মুজিবনগর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।
- মুজিবনগর অফিস

বর্তমান সরকারের আমলে বিরোধী দলের কোন মানুষের প্রতি অত্যাচার করা হয় না

স্বাধীনতার বিপক্ষে যারা আছেন তারা একটু উপলব্ধী করে দেখেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কতটা উন্নয়ন হচ্ছে। দেশের উন্নয়নের কথা ভেবে, আপনাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎতের কথা ভেবে হলেও আপনারা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন।
তাছাড়া বর্তমান সরকারের আমলে বিরোধী দলের কোন মানুষের প্রতি অত্যাচার করা হয় না। আর এটাই হলো আওয়ামী লীগ সরকারের নিতি। শনিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যেগে এক গনসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন জনাপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুল। তিনি বলেন, প্রতিবছর দেশ ৮ ভাগ করে সামনের দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কোন মানুষের আশা অপূরণ থাকবে না। সকল মানুষের আশা পূরণ করা হবে।
সকল গ্রামকে পরিনিত করা হবে শহরে। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে যাদের ঘর নেই, তাদের সকলের জন্য ঘরের ব্যাবস্থা করে দেওয়া হবে।
এদিকে, দারিয়াপুর গ্রামবাসীর দাবী দারিয়াপুর খেলার মাঠকে মিনি স্টেডিয়াম হিসাবে দেখতে চাই। তাদের এই দাবী মেনে নিয়ে দারিয়াপুর খেলার মাঠকে মিনি স্টেডিয়াম করে দেবার ঘোষনা দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী।
উক্ত অনুষ্ঠানে দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুস্তাকিম হক খোকনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মুজিবনগরে এসএস কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে সনদ বিতরণ

মুজিবনগরে এসএস কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে ৬ মাস ব্যাপী প্রথম কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল দশটার দিকে বাগোয়ান পাঠানপাড়ায় চৌরাস্তার মোড়ে অবস্থিত ট্রেনিং সেন্টারে সনদ বিতরন অনুষ্ঠানে মোট ২৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সকল সনদ বিতরন করা হয়।

এসএস কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালক ছাবিরিন রহমানের সভাপতিত্বে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বাগোয়ান মাধমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোবারক হোসেন,সহকারী শিক্ষক কামরুজ্জামান রুবেল,আনন্দবাস মিয়া মিনসুর এমএম একাডেমির সহকারি শিক্ষক শফিকুল আলম,বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আজিজুর রহমান মোংলা,আওয়ামীলীগ নেতা নজরুল ইসলাম ঝুটিকা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক সনচালনায় ছিলেন তানজিনুল হক শান্ত।

– মুজিবনগর অফিস